



131660 - রমজানে দিনের বেলায় সহবাসের কারণে ফরজ হওয়া কাফফারা অনাদায় রাখতে যিনি মারা গছেন, তার সন্তানদের কী করণীয়

প্রশ্ন

প্রশ্ন : আমার বাবা মারা গছেন (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন)। তনিকিছু সম্পদ রাখতে গছেন। সে সম্পদ ওয়ারশিদরে মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর মা আমাকে জানিয়েছেন যে, ২৫ কি ৩০ বছর আগে বাবা একবার রমজান মাসে তাঁর সাথে সহবাস করছিলেন; যে ব্যাপারে আমার মা অসম্মত ছিলেন। আমার মা যতটুকু স্মরণ করতে পারছেন, সে সময় আমার মায়ের একটা অপারেশন করার পর তিনি হাসপাতাল থেকে রলিজি পয়েছিলেন। তিনি আরো জানান যে, তিনি সে সময় বাবাকে বুঝিয়েছিলেন যে, এটা জায়যে নয় এবং এ ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞাসে করা উচিত। কিন্তু বাবা মাকে বুঝিয়েছেন যে, তিনি তিওবা করছেন এবং আল্লাহ মহা-ক্বমশীল ও পরম দয়ালু। আমার মা আরো জানিয়েছেন যে, তিনি লিজ্জার কারণে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসে করতে বা আমাদেরকে জানাতে পারেননি। এখন আমার মা চাচ্ছেন- তিনি দুই মাস রোযা পালন করে এর কাফফারা আদায় করবেন। আমি তাকে বলছি যে, যা হয়েছে তাতে তাঁর কোন হাত ছিল না। তাই তাঁকে কিছু করতে হবে না। তাছাড়া তাঁর শারীরিক অবস্থাও এর জন্য প্রস্তুত নয়। এখন আমাদের মৃত পতির ব্যাপারে আমাদের কী করণীয়? আর আমার মার উপর কী করণীয় ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।

এক :

যদি আপনার মা তাঁর অনচ্ছা সত্ত্বেও রমজানে দিনের বেলায় তাঁর স্বামী কর্তৃক বাধ্য হয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে থাকেন, তবে তার উপর কোন কাফফারা নাই। এর দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী :

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ . رواه ابن ماجة (2043) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة"

“নশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতেরে অজ্ঞতাজনিত ভুল, স্মৃতিভ্রমজনিত ভুল ও জোরজবরদস্তরি শিকার হয়ে কৃত অপরাধ ক্বমা করে দিয়েছেন।”[হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে মাজাহ্ (২০৪৩)। শাইখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ ইবনে



মাজাহ' তে সহীহ হিসেবে চহ্নতি করছেন]

আর যদি এ ক্ষত্রে তনিতাঁর স্বামীর আনুগত্য করে থাকেন তবে তাকে কাযা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলমেগনকে রমজান মাসে দিনেরে বলেয় সহবাসকারীর ব্যাপারে জিজ্ঞেসে করা হলে তাঁরা বলেন:

“এ ব্যক্তির উপর ওয়াজবি হল একজন দাস মুক্ত করা। যদি তনিতা করতে না পারেন, তবে এক নাগাড়ে দুই মাস রোযা পালন করতে হবে। আর যদি তাও না করতে পারেন তাহলে ৬০ জন মসিকীনকে খাওয়াবেন। প্রতি মসিকীনরে জন্য এক মুদ্দ (এক অঞ্জলি) গম এবং তাকে সেই দিনেরে পরবর্ততে কাযা রোযা আদায় করতে হবে। আর এ ক্ষত্রে স্ত্রী যদি স্বামীর আনুগত্য হয়ে থাকে তবে স্ত্রীর হুকুমও স্বামীর হুকুমে ন্যায় (অর্থাৎ কাযা ও কাফফারা আদায় করতে হবে)। আর যদি স্ত্রীকে বাধ্য করা হয়ে থাকে তবে তাকে শুধু কাযা আদায় করতে হবে।”সমাপ্ত

[ফাতাওয়াল্ লাজ্নাদ্ দায়মি (১০/৩০২)]

অতএব, আপনার মায়ের উপর যদি কাফফারা ওয়াজবি হয়ে থাকে, তবে আপনি উল্লেখ করছেন যে, তিনি একাধারে দুই মাস সিয়াম পালনে সক্ষম নন তাহলে এক্ষত্রে তার জন্য ৬০ জন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়ানো যথেষ্ট হবে।

রমজানে দিনেরে বলেয় শারীরিক মলিনের কারণে ফরজ হওয়া কাফফারাসম্পর্কে জানতদেখুন (1672)নং প্রশ্নের উত্তর।

দুই :

আপনার বাবার ক্ষত্রে উপর ফরজ ছিলি পরপর দুই মাস একাধারে রোযা পালন করা এবং শারীরিক মলিনেরে দ্বারা যাই দিনি রোযা ভঙ্গ করছেন, সেই দিনেরে কাযা রোযা আদায় করা। কনিতুযহেতে তনিতা না করাই মারা গছেন তাই যে কোন এক ব্যক্তিতাঁর পক্ষ থেকে এ সিয়ামগুলো পালন করবেন। সিয়াম পালনকারীকে একাধারে দুইমাস রোযা রাখতে হবে। এর দলীল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী:

(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواه مسلم (1147)

“যে তার জমিমায়রোযা রেখে মারা গছে তার পক্ষ থেকে তার ওলি (আত্মীয়-পরজিন) রোযা পালন করবে।”[হাদিসটি বর্ণনা করছেন মুসলিমি (১১৪৭)]

দুই মাস রোযা পালনকে একাধিক ব্যক্তির মাঝে ভাগ করা নয়ো জায়যে হবে না। বরং একজন ব্যক্তিকিহে তা পালন করতে হবে। যাত সাব্যস্ত হয় যে, তিনি একাধারে দুই মাস রোযা পালন করছেন। অথবা তাঁর পক্ষ থেকে প্রতদিনেরে রোযার



পরবর্ত্তে একজন মসিকীনকে খাওয়াতে হবে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমাহুল্লাহ বলছেন: “যদি কোন মৃতব্যক্তির উপর একাধারে দুই মাসের রোযা বাকি থাকে, তবে তার ওয়ারশিদরে মধ্য থেকে কটে একজন নফল দায়িত্ব হিসেবে ঐ রোযাগুলো পালন করব অথবা প্রতদিনের রোযার বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়াবে।” সমাপ্ত [আশ-শাহুল মুমতী (৬/৪৫৩)]

তিনি আরও বলছেন:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রমজানের ফরজ রোযা বা মান্নতের রোযা অথবা কাফ্ফারার রোযা অনাদায় রেখে মারা গেছে তার আত্মীয়স্বজন চাইলে তার পক্ষ থেকে সে রোযাগুলো পালন করতে পারে।” [ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দার্ব (২০/১৯৯)]

শাইখ সা‘দী রাহমাহুল্লাহ বলছেন:

“যে ব্যক্তি রমজানের কাযা রোযা বাকি রেখে মারা গেলে, সে সুস্থ হওয়ার পরও সেই রোযা পালন করেনি; সক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে প্রতদিনের রোযার বদলে একজন মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি। যে কয়দিন রোযা ভঙে গছে সে সম সংখ্যক দিন।”

ইবনে তাইময়িয়াহ এর মতে:

“তার পক্ষ থেকে রোযা পালন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং এটি একটি শক্তিশালী গ্রহণযোগ্য অভিমত।” সমাপ্ত [ইরশাদু উললি বাস্বা‘ইরী ওয়াল আলবাব, পৃ: ৭৯]

মৃতব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ হতে এই খাদ্য খাওয়ানো ফরজ। আর কটে যদি নফল দায়িত্ব হিসেবে এই খরচ বহন করে তাতেও কোন বাধা নেই।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।